দৈনিক সংবাদ
সংবাদ
তারিখ 29 APR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৯৫

055

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলে সীট বরাদ্দ নিয়ে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি ছাত্র সংগঠনের নামে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৪০টি অতিরিক্ত সীট বরাদ্দ করা হয়। অপর ছাত্র সংগঠনটি এর প্রতিবাদ করে এবং তাদের জন্যও অতিরিক্ত সীট বরাদ্দের দাবী জানায়।

এ নিয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের পর ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ২০শে মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ তথা বিবাদ-বিসংবাদ থামানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা নতুন কিছু নয়। কিন্তু দাওয়াই হিসাবে এটা কার্যকর নয়। বিবাদের বিষয়টির ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে তা মানতে রাজী করানো বা বাধ্য করানো ছাড়া এটা সাময়িক প্রতিকার মাত্র। অতীতে এ ধরনের ঘটনার অনেক নজীর রয়েছে। কখনও কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেছেন, কখনও সরকার।

সরকার যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন, তখন সমালোচনা তুঙ্গে। স্বীকার করি, এ ধরনের ঘটনা কিংবা অনুরূপ অন্যকোন ঘটনার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চেয়ে বেশী। তবু একথাটা বলাই যথেষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায়-দায়িত্ব যেমন এড়াতে পারেন না, তেমনি ছাত্র সংগঠনগুলো বাধা বুলি আওড়িয়ে নিজেদের অন্যায় ভূমিকা আড়াল করতে পারে না।

আজ যেখানে গণতন্ত্র উদ্ধার বা পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ, সেখানে নিজেদের মধ্যে বিবাদ এবং তা সীট বরাদ্দের মত একটি অপ্রধান বিষয় নিয়ে যখন গণতান্ত্রিক পথে নিষ্পত্তির চেষ্টা না করে বল প্রয়োগকেই জঙ্গী প্রতিবাদের ভাষা বলে মীমাংসার জন্য উদ্যত হয়, তাকে নিন্দা না করে পারা যায় না।

কর্তৃপক্ষ যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন ছাত্র সংগঠনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে থাকেন সেটাও সমভাবে নিন্দনীয়।

সীট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহার ও অপব্যবহারে তার মূল্য গিয়েছে কমে। সেখানে দলীয় রাজনীতি, পক্ষপাতিত্ব যেমন কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের নিকট আস্থাশীল থাকতে সাহায্য করেনি, তেমনি ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের দলীয় দ্বন্দ্ব শিক্ষাঙ্গনে এনে ছাত্রদের মধ্য থেকে সমর্থন লাভের আশায় সীট ভাগাভাগির রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে।

ছাত্রগণ নিজেদের এই দুর্বলতা দূর না করা পর্যন্ত কখনো সীট বরাদ্দকে কেন্দ্র করে, কখনও কোন ছাত্র সমাবেশ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির এই দূষিত ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারী ছাত্র--সকলেই এই ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারণে অকারণে অস্ত্র ঝনঝনানির বিরুদ্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দাঁড়িয়েছে। তার কিছুটা সুফল ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছেন।

এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করবে, এবং শিক্ষাঙ্গনে পেশীশক্তির মহড়া বন্ধ হবে এটা ছিল সকলের আশা।

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের একাংশ সেই আশার মূলে তাদের আচরণ দ্বারা কুঠারাঘাত করেছে।

এ নিয়ে নির্দোষ পরিতাপ এবং সদুপদেশ দিয়ে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই।

এই সত্যকে আজ দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে স্বীকার করে নিতে হবে যে, চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে কোন কোন সংগঠনের সমর্থকরা নিজেরাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা রাখছে না, বরং ভরসা করছে সহিংসতার উপর। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়, কিংবা গণতন্ত্র অস্বীকৃত এ রকম ধারণা দ্বারা চালিত হওয়ার নজীর ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা রেখেছে, একথা দুঃখ ও লজ্জার সাথে স্বীকার করতে হয়।

শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট এবং অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা লাভের অধিকার ব্যাহত করে মুষ্টিমেয় ছাত্ররা ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেখানে অগণতান্ত্রিক পথে পা বাড়ায়, সেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ আন্তরিক হতে পারে না, তা রাজনৈতিক ছলনায় পর্যবসিত হয়। এই সত্যকে কোন অজুহাত দেখিয়ে অস্বীকার করা চলে না।

এই পরিস্থিতিতে হোষ্টেলে সীট বরাদ্দের ব্যাপারে দলগত অভিরুচি ও দাবীর নিকট নতি স্বীকার না করে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সীট বরাদ্দের ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হানাহানির এটি একটি অন্যতম হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এজন্য প্রয়োজন দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুক্ত রাখা। বৃহত্ত[illegible] শিক্ষার ভবিষ্যৎ এদের হাতে জিম্মি হতে দেওয়া[illegible] সাহসী ও উদ্যোগী হয়ে ভূমিকা নি[illegible] নিজেদের জড়িয়ে না ফে[illegible]পথে